দৈনিক বাংলা

তারিখ …3 OCT 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

7

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

চট্টগ্রাম, ১২ই অক্টোবর।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ৭৫ জন শিক্ষকের যে নামবিহীন বিবৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন, এর মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকের নামই এক ব্যক্তির হাতের লেখা। এছাড়া যাদের নাম স্বাক্ষর দেয়া হয়েছে তারা অনেকেই বর্তমানে ডিগ্রী পরীক্ষার পরিদর্শক হিসাবে চট্টগ্রামের বাইরে রয়েছেন।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামের ভিসিকে সরান ঃ ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের অপসারণ দাবী করেছে।

সোমবার ফেডারেশনের এক জরুরী সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় বলা হয়, দেশের প্রচলিত আইন উপেক্ষা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যা-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(প্রথম পৃঃ পর)

এদিকে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে তারা আগামী বুধবার বিকাল ৪টায় শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের একটি মৌন মিছিল বের করবে।

ইসলামী ছাত্র শিবির এক বিবৃতিতে বলেছে, পৃথক ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মতো মর্যাদাপূর্ণ ফোরামের নামে শিবিরকে দায়ী করে প্রদত্ত বক্তব্য যাবতীয় ন্যায়নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র আন্দোলন পরিষদের আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি পৃথক ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে শিক্ষক সমিতির নাম ব্যবহার করে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছেন এবং একে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ও আজ কোনো ক্লাশ হয়নি। তবে সেটা শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে নয়— শিক্ষকদের একটি বড় অংশ যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন এবং অচলাবস্থা সৃষ্টির কোনো আশংকা নেই।

অপর দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন।

আওয়ামী লীগ চট্টগ্রাম মহানগরী শাখা শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে সন্ত্রাসীচক্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

শিক্ষক সমিতি

(১-এর পৃঃ পর)

লয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে।

সভায় অভিযোগ করা হয় যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ভিসি একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের প্রশ্রয় দিয়েছেন।

ফেডারেশন অবিলম্বে বর্তমান ভিসির অপসারণ ও ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকার ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। খবর বিজ্ঞপ্তির।